দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

প্রমিত পৃ ৪৮

শিক্ষকদের বদলি নিয়ে লুকোচুরি আর কতোদিন চলবে?

একটি জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত করার পূর্ব শর্ত হলো- আগে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। শিক্ষা থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব না হলে সমাজের অন্যক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দূর করা অসম্ভব প্রায়। আর সেই শিক্ষার দুর্নীতিই হলো আমাদের দেশে মূল সমস্যা। শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্নীতির ব্যাপকতার শাখা-প্রশাখারও শেষ নেই। কতভাবে যে দুর্নীতি হতে পারে তা বলে শেষ করা যাবে না। অতি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ভবনকে একই কর্মস্থলে ৫ বছরের অধিক সময় কর্মরত শিক্ষকদের বদলির জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আর এ বদলিকে কেন্দ্র করে কত ধরনের ষড়যন্ত্র আর দুর্নীতি করছে শিক্ষাভবন, তা বলে শেষ করা যাবে না। ঢাকা শহরের নামী দামী চারটি স্কুলে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষক আছেন, যাদের মাসিক আয় ২-৩ লক্ষ টাকা এবং যারা ১৫-২০ বছর ধরে একই স্কুলে আছেন। ঐ চারটি স্কুলের প্রায় ৮০ জন শিক্ষক এক সিন্ডিকেট তৈরি করেছেন। তাদের এক মাসের আয় জমা দিয়ে প্রায় কোটি টাকার ওপরে একটি ফান্ড তৈরি করে শিক্ষকদের বদলি ঠেকাতে মাঠে নেমে পড়েছেন। ঢাকার কয়েকজন প্রধানশিক্ষক দায়িত্ব নিয়েছেন প্রশাসনকে বোঝাতে যে, শিক্ষকদের এভাবে বদলি করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে। সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী একজন শিক্ষক একই কর্মস্থলে ৩ বছরের বেশি সময় থাকার কথা নয়। শিক্ষকদের বদলি শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বিপর্যয় আসবে না। জরিপ করলে দেখা যাবে, নামী-দামী স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই তদবির করেন, যাদের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা তেমন ভালো নয়। একাডেমিক যোগ্যতা অনেক ভালো এমন অনেক শিক্ষক শুধু তদবির করতে পারেননি বলে মফস্বলে পড়ে আছেন। গভঃ ল্যাবরেটরিতে ৯ জন ধর্মীয় শিক্ষক কর্মরত থাকার পরও যদি স্কুলে বিপর্যয় না হয়ে থাকে তবে একযোগে সমস্ত শিক্ষক বদলি করা না হলে বিপর্যয়ের কোনো আশংকা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নেপথ্যে বাণিজ্য করার লক্ষ্যেই শিক্ষকদের বদলি ঠেকানোর চেষ্টা হচ্ছে। পরিশেষে, আমরা চাকরি বদলি বিধিমালার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।